সুরক্ষা ও নিরাপত্তা,
রোহিঙ্গাদের বড় আশঙ্কা

বিস্তারিত প্রথম পৃষ্ঠায়

হেফাজত:
সুরক্ষা ও নিরাপত্তা

বিস্তারিত চতুর্থ পৃষ্ঠায়

যা জানা জরুরি

রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

ইস্যু ১৯ × বুধবার, ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কায় রোহিঙ্গারা

ক্যাম্পে ঘনবসতি সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য একটি আশঙ্কা হয়ে উঠেছে। ক্যাম্পের বসবাসকারীদের কাছ থেকে পাওয়া সাম্প্রতিক মতামতে রাতে সুরক্ষার সমস্যা এবং সম্পদ ও সার্বজনীন জায়গাগুলোর ব্যবহার নিয়ে ঝগড়াবিবাদ সম্পর্কিত বহু আশঙ্কা তুলে ধরা হয়েছে। শ্রোতা দলের অধিবেশনে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এর এক-চতুর্থাংশ আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিলো সুরক্ষা ও নিরাপত্তা । বিশেষভাবে ২৪ নম্বর (লেদা) এবং ২৫ নম্বর (আলি খালি) ক্যাম্পের বসবাসকারীরা সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিয়ে বিশেষ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন এবং তারা অভিযোগ করেছেন যে সেখানে ২৪ ঘণ্টা সুরক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই।

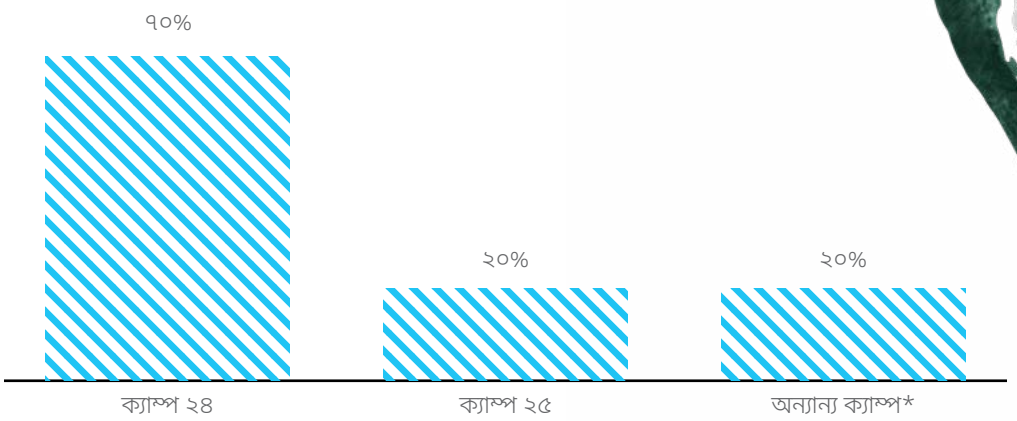

ছবি ১: ক্যাম্পে সুরক্ষা ও নিরাপত্তার সমস্যাগুলো নিয়ে আশঙ্কা (N=৪৪৫)

**অন্যান্য ক্যাম্পের মধ্যে রয়েছে ক্যাম্প ১, ২, ১০, ১১, ১৫, ১৬, ১৯, ২২ এবং ২৩*

সূত্র: ২০১৮ সালের অগাস্ট থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত আই.ও.এম, বাংলাদেশ বেতার এবং এ.সি.এফ পরিচালিত ১,৯৮১টি শ্রোতা দল যাতে ৯,২৮১ জন অংশগ্রহণ করেছিলেন। মতামতগুলো ১, ২, ১০, ১১, ১৫, ১৬, ১৯, ২২, ২৩, ২৪ এবং ২৫ নম্বর ক্যাম্প থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিলো। শ্রোতা দলগুলোতে প্রায় সমসংখ্যক পুরুষ, নারী, প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশুরা অংশগ্রহণ করেছিলো এবং অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রায় ১০% দুর্বল গোষ্ঠীগুলোর (গর্ভবতী নারী, স্তন্যদায়ী মা, বয়স্ক মানুষজন এবং প্রতিবন্ধী মানুষ) থেকে ছিলেন। সেই সাথে, এই সমস্যাগুলো সম্পর্কে বিশদ ভাবে জানার জন্য ২৪ নম্বর ক্যাম্পে ফোকাস দলে আলোচনার আয়োজন করা হয়েছিলো।

ইন্টারনিউজের মতামতগুলো ৫ই থেকে ১০ই জানুয়ারির মধ্যে ২০ জন সম্প্রদায়ের সংবাদদাতা এবং একজন ফিডব্যাক ম্যানেজার কোবো কালেক্ট অ্যাপের মাধ্যমে ১ই, ১ডব্লিউ, ২ই, ২ডব্লিউ, ৩, ৪, এবং ৪-এক্সটেনশন ক্যাম্প থেকে সংগ্রহ করেছেন। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ আশঙ্কা এবং প্রশ্নগুলো তুলে ধরার জন্য সব মিলিয়ে, ২৩০টি কথোপকথন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই তথ্যের মধ্যে ৮৭টি কথোপকথন সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সম্পর্কে ছিল। ইংরেজি এবং বাংলা লিপি ব্যবহার করে রোহিঙ্গা ভাষায় আশঙ্কা ও মতামতগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে।

রোহিঙ্গা উত্তরদাতারা যে বিষয়গুলো ঘিরে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত আশঙ্কা তুলে ধরেছেন:

- ব্লকের নেতা ও শক্তিশালী পরিবারগুলোর ভয় দেখানো এবং জোর করে বিতরণ করা সামগ্রী নিয়ে নেয়া
- স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার আশঙ্কা হিসেবে যেখানে সেখানে ময়লা ফেলা নিয়ে ঝগড়া বিবাদ
- স্থানীয় বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের সাথে ঝগড়া বিবাদ, যারা দুর্ব্যবহার ও সহিংস আচরণ করছে, বিশেষত যারা জ্বালানী কাঠ আনতে যাচ্ছেন তাদের সাথে
- রাতের অন্ধকারে দেখতে না পাওয়া এবং সেই সময় নারী, শিশু ও বয়স্ক মানুষদের হয়রানি ও তাদের ওপর হামলার আশঙ্কা বেশি থাকায় রাতে ল্যাট্রিন, গোসলখানা এবং অন্যান্য সার্বজনীন স্থানগুলো ব্যবহার করা নিয়ে দুশ্চিন্তা

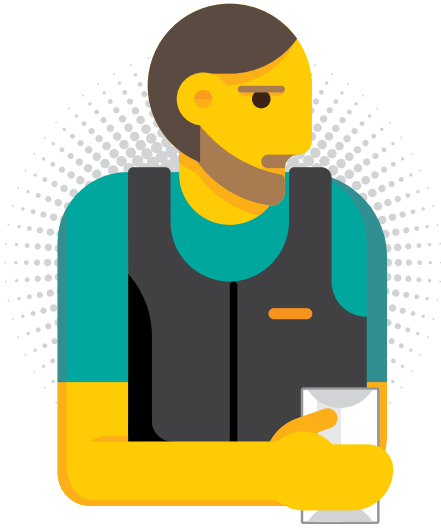

সাম্প্রতিক খবরাখবরে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে যে শরণার্থীদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিরোধ কিছু ব্লকে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি আশঙ্কা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ত্রাণ সংস্থাগুলোর ক্যাম্পে বিতরণ করা সামগ্রী ভাগাভাগি করা নিয়ে মাঝি বা ব্লকের নেতাদের সাথে বিবাদ একটি নিত্যদিনের সমস্যা হয়ে উঠেছে। ক্যাম্পের একজন বসবাসকারী বর্ণনা দিয়েছেন যে:

> “আমাদের ব্লকের মাঝি আমাদের সাথে অন্যায্য ব্যবহার করছে যা আমরা মেনে নিচ্ছি না। তিনি নিজেই তার নিজস্ব তালিকা বানিয়ে সব ত্রাণ নিয়ে নেন। আমরা কেউ আমাদের ত্রাণের জিনিস পাই না। মাঝির আত্মীয়রা জিনিসপত্র পায়, কিন্তু আমরা পাই না। ...মাঝির বাড়িতে তারা দুধ দিয়ে যায় কিন্তু আমরা এক প্যাকেট দুধও পাই না। এটা আমাদের খুব প্রয়োজন। আমরা আসার পর থেকে কোনো পানির পাত্র, মাদুর আর প্রয়োজনীয় হাঁড়িপাতিল পাইনি, যে জিনিসগুলো আমাদের খুব দরকার। নিজে রোহিঙ্গা হয়েও যদি মাঝি আমাদের সাথে এমন বৈষম্যমূলক আচরণ করে, তাহলে আমরা আমাদের সমস্যাগুলো কাকে জানাবো?”
>
> – নারী, ৪২, ক্যাম্প ১ই

উত্তরদাতারা এমন ঘটনার কথা বলেছেন যেখানে বিতরণ করা সামগ্রী ব্লকের সকলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেয়ার বদলে গুটিকয়েক লোক হস্তগত করেছে। যেমন, অভিযোগ করা হয়েছে যে একটি ত্রাণ সংস্থা ব্লকের প্রত্যেক পরিবারে বিতরণ করার জন্য মাঝীদের যে দুধের প্যাকেট দিয়েছিলো তা মাঝি সব নিজে নিয়ে নিয়েছে। সম্প্রদায়ের মানুষ আরো বলেছেন যে মাঝি এবং কিছু প্রভাবশালী পরিবার ত্রাণ সামগ্রী ও বিভিন্ন সার্বজনীন জায়গা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগসুবিধা পাওয়ার জন্য গা-জোয়ারি করে ও হুমকি দেয় বা সার্বজনীন জায়গাগুলো ব্যবহারের জন্য মানুষের কাছ থেকে টাকা নেয়। একজন উত্তরদাতা ক্যাম্পের মধ্যে থাকা ক্ষমতার বৈষম্য এবং অসম নীতির ব্যাপারটি বুঝিয়ে বলেছেন:

> “আমাদের ব্লকে একটা পরিবার আছে যাদের সাথে আমরা কথা বলতে পারি না। তারা একটা প্রভাবশালী পরিবার। তারা বার্মাতেও প্রভাবশালী ছিল। তারা মানুষকে হুমকি দেয় আর মারধোর করে। কেউ তাদের সাথে কথা বলতে পারে না। ব্লকে কোনো ত্রাণ সামগ্রী এলে তারা সেটা বিতরণ পদ্ধতির মাধ্যমে পায় না, তারা সেটা সব সময় জোর করে নিয়ে নেয়। মাঝিরাও তাদের সাথে কথা বলতে পারে না; তারাও ওই লোকদের ভয় পায়। বিতরণের সময় মাঝি ওদের সব কিছু আগে নিতে দেয় কারণ ওরা খুব শক্তিশালী।”
>
> – পুরুষ, ৪০, ক্যাম্প ২ই

আবর্জনা ফেলার জায়গার অভাব এবং পানি নেয়ার অধিকার নিয়ে বিবাদের কারণে বহু বিরোধ ও দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে এবং এটা ক্যাম্পে স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ হয়ে উঠতে পারে। রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের অনেক মানুষ ময়লা ফেলা নিয়ে প্রতিবেশীদের সাথে বিবাদ এবং পানি নিষ্কাশনের নালা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন। ঝগড়ার কারণ হল ময়লা ফেলার কোনো জায়গা নেই এবং মানুষ চান না যে তাদের বাড়ির কাছে আবর্জনা ফেলা হোক।

> “...ব্লকের তিনটি পরিবার ময়লা ফেলছে। তারা রাতে এসে আমাদের বাড়ি ঘেঁষে ময়লা ফেলে যায়। ময়লার দুর্গন্ধে আমরা বাড়িতে টিকতে পারি না। আমরা সবসময় তাদের বলি যেখানে সেখানে ময়লা না ফেলতে কিন্তু তবুও তারা রাতে চুপিচুপি এসে ময়লা ফেলে যায়। আমরা তাদের বারণ করলে আমাদের সাথে ঝগড়া করে। আমরা ব্যাপারটা মাঝীকে জানিয়েছি কিন্তু তারা মাঝির কথাও শোনে না। আমরা এনজিও-কে বলেছিলাম, তারা লিখেও নিয়েছিলো, কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।”
>
> – পুরুষ, ৩২, ক্যাম্প ৩

বসবাসকারীরা পর্যাপ্ত খাবার পানির সরবরাহ না থাকা নিয়েও আশঙ্কা জানিয়েছেন এবং বলেছেন যে ঝগড়া বিবাদের সেটাও একটা কারণ।

> “একটা এনজিও আমাদের বলেছিলো যে আপনাদের যখনই পানির প্রয়োজন হবে আপনারা সেটা নিয়ে খেতে পারেন। কিন্তু আমরা অন্য ব্লকে পানি নিতে গেলে, সেখানে যারা থাকে তারা বলে যে তারা টাকা খরচ করে টিউবওয়েল মেরামত করেছে, আর আমাদের থেকে টাকা চায়। আমরা তাদের টাকা না দিলে আমাদের সাথে ঝগড়া করে... আমাদের বাড়ির শিশুরা দিনের বেলা পানি নিতে যেতে পারে না, তাই তাদের রাতে যেতে হয়।”
>
> – নারী, ৪৫, ক্যাম্প ১ডব্লিউ

আমরা রাস্তার আলো সম্পর্কেও কিছু মতামত শুনেছি। বসবাসকারী সকল মানুষ, যেমন: নারী, পুরুষ, শিশু ও বয়স্ক মানুষজন, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত আশঙ্কা হিসেবে রাস্তায় আলো না থাকার সমস্যাটি তুলে ধরেছেন। জনগোষ্ঠী থেকে পাওয়া মতামতের কিছু উদাহরণ এখানে তুলে ধরা হল:

> “রাতে আমাদের বাথরুমে যেতে ভয় করে কারণ সেখানে যাওয়ার রাস্তায় কোনো আলো নেই। বয়স্ক মানুষ আর শিশুরা রাতে বাথরুমে যেতে ভয় পায় কারণ কোনো আলো নেই।”
>
> – নারী, ৫৫, ক্যাম্প ৩

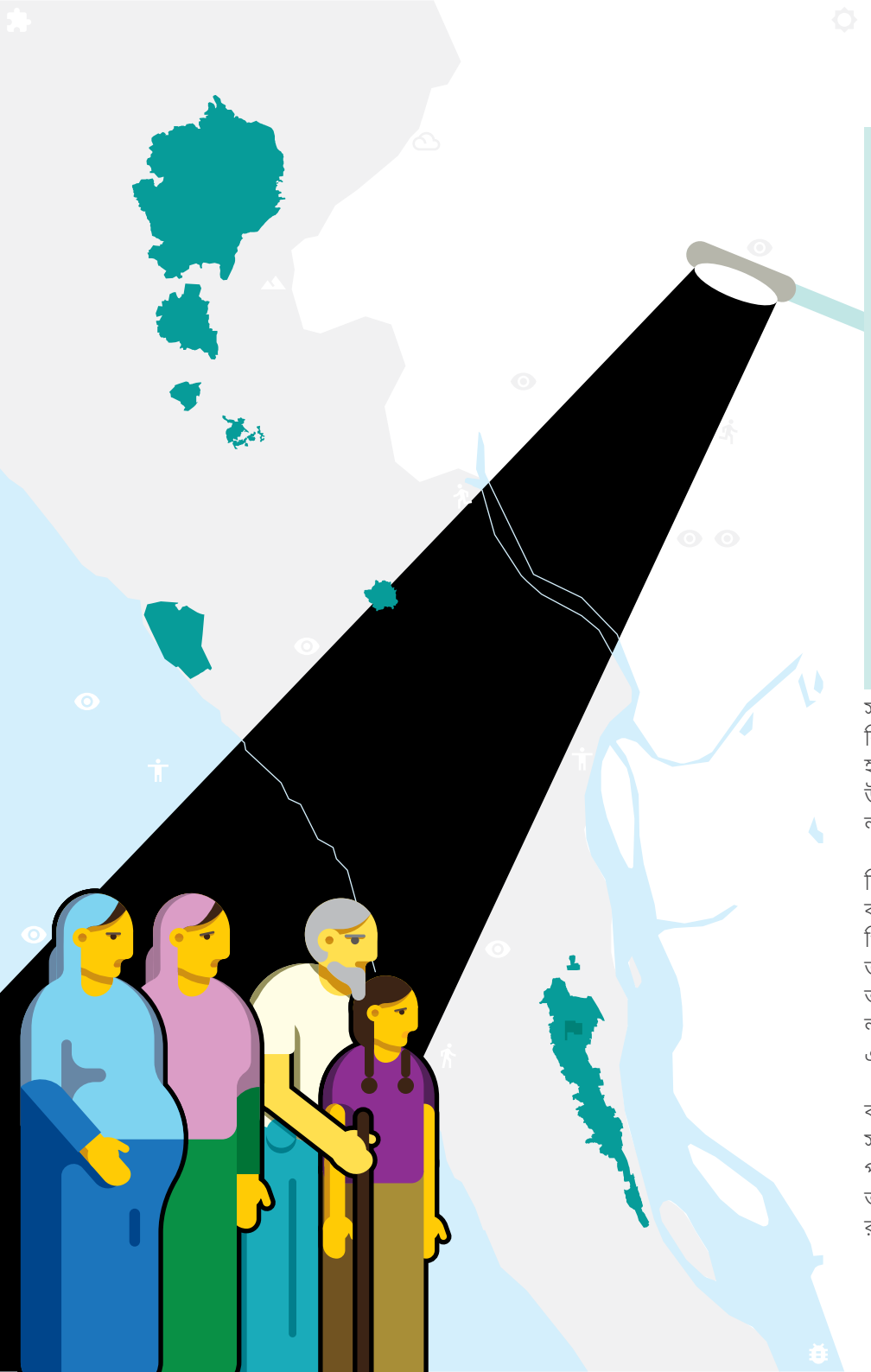

> “আমাদের ব্লকের রাস্তায় কোনো আলো নেই তাই রাতে বাইরে যেতে আমাদের খুব সমস্যা হয়। আমাদের পরিবারের বয়স্ক মানুষদের নামায পড়তে খুব অসুবিধা হচ্ছে।”
>
> – পুরুষ, ৪৬, ক্যাম্প ৪

> “রাতে পুরো ব্লকটা অন্ধকার হয়ে থাকে আর কম বয়সী ছেলেরা ঘুরে বেড়ায়। এটা একটা কারণ যেজন্য রাতে কমবয়সী মেয়েরা পানি আনতে যেতে ভয় পায়। আপনি যদি প্রশ্ন করেন কেনো(?), কোনো ছেলের যদি কোনো মেয়েকে পছন্দ হয় আর বাবা-মা সেই সম্পর্কে রাজী না থাকে, তাহলে রাতে যখন মেয়েটা পানি আনতে যায় তখন সেই ছেলে তার পিছু নেয়। অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে ছেলেটা মেয়েটাকে অপহরণ করতে পারে।”
>
> – পুরুষ, ৪৬, ক্যাম্প ৪

সমষ্টিগত মতামত থেকে জানা যায় যে বহু রোহিঙ্গা, বিশেষত জনগোষ্ঠীর দুর্বল অংশের একটি মূল আশঙ্কা হল অন্ধকার হওয়ার পরে বাড়ির বাইরে যাওয়া। বহু উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে কিছু ব্লকে সোলার লাইট লাগানো হলেও এখন সেগুলো কাজ করছে না।

দিনের বেলা গোসলখানায় গোপনীয়তার অভাব থাকায় বহু নারী রাতে গোসল করেন। কিন্তু রাতে গোসল করতে গিয়ে নারীরা আক্রান্ত হয়েছেন এমন খবর শোনার পরে তারা আরো বেশি ভয় পেয়ে গেছেন। পর্যাপ্ত আলোর অভাব এবং নারীদের বাড়ির কাছে গোসলখানা ও ল্যাট্রিন না থাকা ব্যক্তিগত সুরক্ষা এবং নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি গুরুতর সমস্যা তৈরি করেছে।

ক্যাম্পের বয়স্ক মানুষরাও রাতে চলাফেরা করতে সমস্যায় পড়ছেন কারণ তারা অন্ধকারে ভালো দেখতে পান না এবং কিছু মানুষের চলাফেরা করতে গিয়ে আঘাত পাওয়া বা হয়রানির শিকার হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে। মতামত থেকে এটাও জানা গেছে যে বহু পুরুষ রাতে তাদের ব্লকের মধ্যে চলাফেরা করতে ভয় পাচ্ছেন কারণ তাদের আশঙ্কা যে তাদের ওপর আক্রমণ হতে পারে। অন্ধকারে চলাফেরার এই সীমাবদ্ধতার কারণে স্বাভাবিক কাজকর্ম যেমন পানি আনা এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা কঠিন হয়ে উঠেছে।

২৩ নম্বর ক্যাম্পে শ্রোতা দলের আলোচনা থেকে জানা গেছে যে নারী ও কম বয়সী মেয়েদের জন্য যৌন হয়রানি আরেকটি প্রধান আশঙ্কা। বিশেষত নারী প্রধান পরিবারের নারীরা জানিয়েছেন যে তারা ভয় পান যে তাদের পরিবারের কমবয়সী মেয়েরা ধর্ষণ, নিপীড়ন অথবা যৌন নিগ্রহের শিকার হবে। ২৪ নম্বর ক্যাম্পের একজন অভিভাবক উল্লেখ করেছেন যে মেয়েদের কখনো কখনো আশেপাশের পাহাড় বা জঙ্গল থেকে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করতে হয়, যেহেতু পরিবারে কোনো ছেলে নেই। বাবা-মায়েরা জানিয়েছেন যে মেয়েদের জ্বালানী কাঠ নিয়ে ফিরতে দেরি হলে তারা ভয় পান যে তারা হয়তো নিগৃহীত, ধর্ষিত অথবা যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছে।

তথ্যের পরিমাণগত এবং গুণগত উভয় ধরনের বিশ্লেষণ করে জানা গেছে যে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়, বিশেষত নারীরা, তাদের শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। ফোকাস দলের আলোচনায়, নারীরা জানিয়েছেন যে তারা চিন্তায় থাকেন যে তাদের শিশুদের অপহরণ করা হবে, তারা ঝগড়াঝাটিতে আহত হবে, মারামারিতে জড়িয়ে পড়বে এবং জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করার জন্য রাস্তা থেকে জঞ্জাল কুড়নোর সময় চলন্ত গাড়িতে ধাক্কা খাবে। মানুষ জানিয়েছেন যে ক্যাম্প থেকে শিশু নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ঘটনা বাড়তে থাকায় তারা তাদের সন্তানদের নিরাপত্তা নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন।

> “একজন অপহরণকারী একটি বাড়ির তেরপল কেটে ঢুকে দুটি শিশু চুরি করেছিলো। এরপর, প্রতিবেশীরা তাকে তাড়া করে। মাঠের মধ্যে তাকে ধরা হয় এবং শিশুগুলোকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনা হয়।”
>
> – নারী, ২৬-৪০, ক্যাম্প ২৪

ক্যাম্পে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিয়ে আলোচনা

ক্যাম্পে অনেক প্রাকৃতিক (আল্লাহ্‌র-দিয়া মসিয়ত) এবং মানুষের তৈরি (বান্দার-বানায়া মসিয়ত) বিপদ নিয়ে নিরাপত্তা সংক্রান্ত আশঙ্কা রয়েছে। তাই এই সঙ্কটে জড়িত থাকা বিভিন্ন ভাষাগুলোতে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সম্পর্কিত সঠিক শব্দগুলো ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ। রোহিঙ্গা ভাষার নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সংক্রান্ত কিছু শব্দের সাথে চাটগাঁইয়া ভাষার (পাশে দেয়া তালিকা দেখুন) সাদৃশ্য থাকলেও, চাটগাঁইয়া ভাষার অনেক শব্দই সাধারণ বাংলা থেকে নেয়া, যা রোহিঙ্গা ভাষাভাষীরা বুঝতে নাও পারেন। এই কারণে এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলার সময় সমস্যা হতে পারে এবং ভুল বোঝাবুঝি ও ভুল অনুবাদের অবকাশ থাকে।

গুরুত্বপূর্ণ শব্দ: হেফাজত

নবাগত রোহিঙ্গারা প্রায়শই সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত যেকোনো কিছু বোঝানোর জন্য হেফাজত শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। প্রসঙ্গ অনুযায়ী, এর অর্থ 'নিরাপদ', 'সুরক্ষা', 'পাহারা', 'নিরাপত্তা', অথবা অন্যান্য একাধিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত শব্দ হতে পারে। চাটগাঁইয়া দোভাষী ও কর্মীরা শুরুতে হেফাজত শব্দের অর্থ বুঝতে পারতেন না, যেহেতু তারা এই সুরক্ষা সংক্রান্ত শব্দগুলো বোঝাতে বাংলা থেকে নেয়া শব্দ নিরাফত ব্যবহার করেন। যেহেতু হেফাজত এবং তার বহুবিধ অর্থ বোঝা ও ব্যবহার করা মুশকিল হতে পারে তাই মাঠ কর্মীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সংক্রান্ত কোনোকিছু আলোচনা করার সময়ে তার প্রেক্ষাপট ও স্পষ্ট উদাহরণ দেয়া উচিত।

ইংরেজি	রোহিঙ্গা (বাংলা বর্ণ)	চাটগাঁইয়া (বাংলা লিপি)	বাংলা
safe	হেফাজত	নিরাফত	নিরাপদ
unsafe	মসিবইত্তা	অনিরাফত	বিপদজনক
problem	মুশকিল	অশুবিদে	সমস্যা
natural hazard	আল্লার দিয়া মসিয়ত	আল্লার দিয়া বিফদ	প্রাকৃতিক দুর্যোগ
man-made hazard	বন্দার-বানায়া মসিয়ত	বন্দার-বানায়া মসিয়ত	মানুষের তৈরি দুর্যোগ
emergency	জরুরি হালত	জরুরি অবস্থা	জরুরি অবস্থা
open space	কুলা জাগা	কুলা জাগা	খোলা জায়গা
police	ফুলিশ	ফুলিশ	পুলিশ
complaint	টাইং গরন	নালিশ	নালিশ
being afraid of	ডঅরন	ডঅরন	ভয় পাওয়া

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন, ইন্টারনিউজ এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিতভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলি সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলিকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলির চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই কাজটি আই.ও.এম, জাতিসংঘ অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতায় করা হচ্ছে এবং এটির জন্য অর্থ সরবরাহ করেছে ই.ইউ হিউম্যানিটেরিয়ান এইড এবং ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

'*যা জানা জরুরি*' সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যকে কোনোভাবেই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য হিসেবে, বা যুক্তরাজ্যের সরকারের সরকারি নীতি হিসেবে গণ্য করা উচিৎ নয়।